

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা
সংসদ ও সমন্বয় শাখা

বিষয়ঃ নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের প্রণীত খসড়া কর্মপরিকল্পনার চূড়ান্তকরণ সভার কার্যবিবরণী

উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে ঈদতোর শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভায় মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় উপদেষ্টা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারীর উপস্থিতি ছিলেন।

সভার সভাপতি এ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব মাননীয় মন্ত্রীর মহোদয়ের সদয় সম্মতিতে সভার আলোচ্যসূচী উপস্থাপনের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব, কর্মসংস্থান অনুবিভাগকে অনুরোধ জানান। যুগ্মসচিব, কর্মসংস্থান অনুবিভাগ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের প্রণীত খসড়া কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। উপস্থাপিত খসড়া কর্মপরিকল্পনার উপর বিস্তারিত আলোচনা এবং পর্যালোচনা শেষে সর্বসম্মতিতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

১. বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী প্রণীত খসড়া কর্মপরিকল্পনা (১৮০ দিনের এবং ০৫ বছরের) আগামী ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে চূড়ান্তকরণ করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
২. বিভিন্ন দেশে এ পর্যন্ত বর্তমান সরকারের সময়ে কতজন কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য গিয়েছেন, কি পরিমাণ চাহিদাপত্র (Demand Letter) অপেক্ষামান রয়েছে, বিদ্যমান শ্রমবাজারের সমস্যা, শ্রমিকদের বেতন-ভাতা, আইনী সহায়তা সংক্রান্ত বিষয়ক সমস্যা ও সমাধানের উপায়সমূহের বিষয়ে লিখিত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
৩. কোন কোন দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে এবং কি কি ট্রেডে কর্মী প্রেরণের সম্ভাবনা রয়েছে তার তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।
৪. বিমান বন্দরসমূহে বিলবোর্ড স্থাপনের জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৫. বিএমইটি কর্তৃক আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
৬. প্রবাসীগামী কর্মীদের দ্রুত মেডিকেল চেকআপ সম্পন্ন করার জন্য সিএমএইচ এর সাথে অথবা বিশেষায়িত কোন হাসপাতালের সাথে চুক্তির রূপরেখা প্রস্তুত করতে হবে।
৭. পরিকল্পিতভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক বিভিন্ন দেশে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের টিম সংশ্লিষ্ট দেশে প্রেরণ করতে হবে।
৮. কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়ে রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে প্রতি ২ মাসে ১ বার সভার আয়োজন করতে হবে।
৯. প্রবাসী কর্মীদের কাজের নিশ্চয়তা, বেতন-ভাতা, বৈধভাবে অবস্থানের লক্ষ্যে কাগজপত্র সংক্রান্ত সমস্যা দূরীকরণে সংশ্লিষ্ট দেশের রাষ্ট্রদূত এবং শ্রম কল্যাণ উইংকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে (মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী, পররাষ্ট্র সচিব এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব একটি সভা আয়োজনের মাধ্যমে এ বিষয়টি সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন)।
১০. নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অগ্রগতি অনুবিভাগ ভিত্তিক মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিতব্য সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

১১. OEP তে বিদেশি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে অর্ন্তভুক্ত হওয়ার জন্য সকল দূতাবাস ও শ্রম কল্যাণ উইং কে উদ্যোগী হয়ে কাজ করতে হবে। OEP তে আরো মডিউল যুক্ত করতে বিএমইটি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

১২. সম্ভাব্য শ্রমবাজার রয়েছে এমন দেশের ভিসা সেন্টার বাংলাদেশে স্থাপনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কমিটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১। মাননীয় উপদেষ্টা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২। সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩। অতিরিক্ত সচিব / যুগ্মসচিব, মিশন ও কল্যাণ অনুবিভাগ	সদস্য সচিব

১৩. অধিক শ্রমবাজার রয়েছে এমন ১০ টি দেশে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিদেশস্থ মিশনে জব ফেয়ার আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে নিম্নোক্ত কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

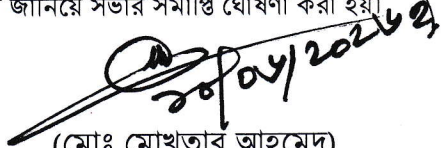
১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২। মহাপরিচালক, বিএমইটি	সদস্য
৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোয়েসেল	সদস্য
৪। অতিরিক্ত সচিব / যুগ্ম সচিব, প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ	সদস্য
৫। যুগ্মসচিব, কর্মসংস্থান অনুবিভাগ	সদস্য সচিব

১৪. দক্ষ প্রবাসগামী কর্মী তৈরির লক্ষ্যে বিএমইটিকে স্বল্প মেয়াদী বাস্তবায়নযোগ্য কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১। মহাপরিচালক, বিএমইটি	আহ্বায়ক
২। অতিরিক্ত সচিব / যুগ্মসচিব, কর্মসংস্থান অনুবিভাগ	সদস্য
৩। যুগ্মসচিব, মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট অনুবিভাগ	সদস্য
৪। যুগ্মসচিব, প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ	সদস্য সচিব

১৫. যে সকল রিক্রুটিং এজেন্সি নীতিমালা অনুযায়ী বিদেশে কর্মী প্রেরণ করতে পারেননি তাদেরকে পত্র প্রেরণ এবং শর্তানুযায়ী নবায়ন না করলে লাইসেন্স বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষে, অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় সুশাসন আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের প্রণীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সকলকে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহবান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।


 (মোঃ মোখতার আহমেদ)
 সচিব